হাটে পশু বেশি, ক্রেতা কম

মেহেরপুরে চাহিদার দ্বিগুণ কোরবানির পশু প্রস্তুত করেছে খামারিরা। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে জেলার প্রতিটি বাড়ি খামারে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামগুলোর এমন কোন বাড়ি নেই, যেখানে কোরবানী উপযোগ্য দু একটি পশু নেই। কৃষি নির্ভর এ জেলায় পশুখাদ্য সহজলোভ্য হওয়ায় সখের বশেও এখান মানুষ গরু, ছাগল পালন করে থাকেন। কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে যে সকল পশু বিক্রির তোরজোড় থাকে তাদের মাঝে। কোরবানির শেষ সে সকল পশু পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারিরা।

মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের তথ্যমতে, জেলায় ২৯ হাজার ৪৩০টি বানিজ্যিক খামার ও প্রতিটি বাড়িতে গরু ছাগল পালন করা হয়। এসব খামার ও পারিবারিক খামার থেকে কোরবানিযোগ্য পশু উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৫২০টি। কোরবানির জন্য মেহেরপুর জেলার চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ১১২ টি পশু। বাকি প্রায় এক লাখ কোরবানিযোগ্য পশু ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন খামারীরা।

জেলার প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে দু-একটি করে গরু, ছাগল লালন-পালন হয়ে থাকে। প্রতিটি বাড়ির ব্যক্তিগত খামারে গরু-ছাগল-ভেড়া রয়েছে। মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারে অসংখ্য ছাগল ও ভেড়া পালিত হচ্ছে। কোরবানির ◌্ঈদকে লক্ষ রেখে বসতবাড়িতে দু-একটি গরু পালন করা প্রধান কাজ।

জেলার গরু খামারে দেশীয় জাতের পাশাপাশি নেপালী, অস্ট্রেলিয়ান, ফিজিয়ান, হরিয়ানাসহ নানা জাতের গরু মোটাতাজা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলার মালশাদহ গ্রামের গরু খামারি মনজুরুল ইসলাম বলেন, আমার খামারে ২৭টি গরু পালছি। ৪০ লাখ টাকার গরু বিক্রি করেছি। আমার খামারে এবছর পাকিস্তানী সাওয়াল ও দেশী গরু ছিল। গরু বিক্রিতে আমি ভাল দাম পেয়েছি। গরুকে দেশী ঘাস, সুষম খাবার ও খুদ কুড়া খাওয়ানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের গরু খামারী জোয়াদ আলী। এলাকার সব চেয়ে বড় খামারী হিসেবেই পরিচিত জোয়াদ আলী। তার খামারে এখন পর্যন্ত অর্ধশতাধিক গরু রয়েছে।

জোয়াদ আলী বলেন, এই বছর গরুতে আমার লস হবে। এখন পর্যন্ত তার খামারের মাত্র ২ টা গরু বিক্রি হয়েছে। ৪৮ টি গরু খামারে রয়েছে। তিনি বলেন, অন্য বছরে ঢাকা কুমিল্লা বা দেশের অন্যান্য স্থান থেকে গরু কিনতে সোজা চলে আসতেন। তারা আমাদের কাছে সরাসরি গরু কিনতেন। কিন্তু এবছরে তারা গরু কিনতে আসেনি। আমার গরুও বিক্রি হয়নি। তিনি বলেন, আমার খামারে অনেক বড় বড় গরু তাই ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছেনা সহজে।

বাওট গ্রামের সাবেক মেম্বর আশরাফুল ইসলাম কালু বলেন, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে বাওট গ্রামে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি দু একটি গরু ও ছাগল পালন করেন। ঈদের আগেই সেই পশুগুলো বিক্রি করেন তারা।

এদিক, গতকাল শুক্রবার মেহেরপুরে বামন্দী পশু হাটের প্রচুর পরিমানের পশু আমাদানী হলেও সে পরিমাণে ক্রেতার দেখা মেলেনি। শুক্রবারে বামন্দীতে বড় হাট থাকায় মেহেরপুর পশু হাটে তেমন গরুর আমদানী দেখা যায়নি। আগামী মঙ্গলবার মেহেরপুর পশু হাটে অধিক পরিমানে পশু আমদানি হবে ধারণা করছেন ব্যবসায়ীরা।

বামন্দী পশু হাটে গিয়ে দেখা যায় ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা বেশি। শেষ পর্যন্ত কোরবানির পশুর দামও অনেকটা কমেছে। গেল কয়েক সপ্তাহের হাটগুলোতে বিক্রেতারা অতিরিক্ত দাম হাঁকার কারণে ক্রেতারা বিমুখ হয়। শেষ সময়ে এসে ক্রেতারা এখন গত কয়েক হাটের দামের চেয়ে তূলনামূলক অনেক কম দামেই পশু কিনতে পারছেন। ক্রেতা সংকটে কেউ অতিরিক্ত দাম হাঁকাচ্ছে না। ১০ দিন আগে ১শ’ কেজি মাংস হবে এমন গরুর দাম ছিল অন্তত ৮০-৯০ হাজার টাকা। তবে এখন সেসব গরু কেনা-

বেচা হচ্ছে ৬০-৬৫ হাজার টাকায়।

প্রান্তিক খামারিরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজা করে হাটে নিয়ে এসেছেন। হাটে বড় গরুর তুলনায় মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি রয়েছে।

গরু বিক্রেতা আব্দুল আওয়াল বলেন, গত দুই হাটে গরুর দাম ভালো ছিলো কিন্তু আজকে বিক্রেতা কম থাকায় গরুর দাম অনেকটা কমে গেছে। তবে আশানুরূপ লাভ হচ্ছে বেপারীদের।

আরেকজন গরু বিক্রেতা শাহিন আলম বলেন, গত সোমবারের হাটে ৩টা গরু এনেছিলাম। ২টা গরু ভালো দামেই বেঁচেছি আর একটা গরু ফেরত নিয়ে গিয়েছিলাম। ১শ’ কেজি গোস্ত হবে এমন ওজন গরুটির। সেদিন হাটে দাম বলেছিল ৮০ হাজার টাকা। আর আজকের হাটে দাম বলছে ৬০-৬৫ হাজার টাকা।

বামন্দী পশুহাটে ঢাকা থেকে গরু ক্রয় করতে এসেছেন হাজী আবু সাইদ। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত গরু রয়েছে। পছন্দ মতো গরু কম দামেই কিনতে পেরেছি। আমি প্রতি বছর এই পশুহাট থেকে কোরবানির পশু কিনে নিয়ে যায়। আমারা চার ভাই চারটি গরু কিনেছি তবে খুব একটা বড় না, মাঝারি গরু কিনেছি।

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার আমিরুল ইসলাম শেখ বলেন, আমরা সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। পুলিশের টিম রয়েছে। যাতে করে কোন বেপারী ও খামারিদের কোন হয়রানি না হয় সেজন্য আমরা সতর্ক রয়েছি। আর রাজধানী ঢাকা থেকে অনেক ক্রেতা এসেছিল তবে আজ খুব কম ক্রেতা রয়েছে জেলার বাইরের। তারা গত হাটে তাদের পছন্দ মতো গরু কিনে চলে গেছে অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা (ডিএলও) সাইদুর রহমান বলেন, জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবমতে কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে ষাড়-বলদ-গাভী মিলিয়ে ৫৮ হাজার ৮৬৬টি গরু, ৫৯৫টি মহিষ, ১ লাখ ২৮ হাজার ১৬৯টি ছাগল এবং ২ হাজার ৮৯০টি ভেড়া রয়েছে। যা জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানি পশুর চাহিদা মেটাতে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এবার জেলায় কোরবানির উদ্বৃত্ত পশুর সংখ্যা ১ লাখ ৪০৮টি। অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি পশুর যোগান রয়েছে মেহেরপুরে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে পরাশক্তি পর্যন্ত মহাষড়যন্ত্র করছে——-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে তার বাড়ির সামনে থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
বর্ণাঢ্য র্যালী শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।
সভাপতির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে পরাশক্তি পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মহাষড়যন্ত্র করছে। সকল ষড়যন্ত্র দুর করে আওয়ামীলীগ বিশাল ভোটের ব্যবধানে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হবে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।
অন্যান্যদের মধ্যে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: শাহজাহান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে শুক্রবার সকালের দিকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের বাসভবনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস। পরে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, শহর আওয়ামী লীগের পক্ষে শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, জেলা যুবলীগের পক্ষে জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জদুল আনাম, মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষে সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগে সভানেত্রী লতিফুন নেছা লতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিকেলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিলে অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, এম এ হালিম, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামান, কুতুপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর সালাম বাঁধন প্রমুখন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

উড়ে এসে জুড়ে বসা কোনো এমপি মেহেরপুরবাসি চায় না

জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, আওয়ামীলীগের প্রকৃত নেতা কর্মীদের মুল্যায় হচ্ছেনা। হাইব্রীড নেতারা মনে করছেন তারাই সব কিছু। এক সময় যারা মেহেরপুরে মিটিং মিছিল করেছেন আগামীতে তারাই থাকবে। হাইব্রীড নেতারা থাকবে না।

তারা ভোট করবেনা। এইসব ত্যাগী নেতা কর্মীরাই ভোট করবে। তাই এসব ত্যাগী নেতা কর্মীদের মুল্যায়ন করতে হবে। প্রধান মন্ত্রী, দলের সেক্রেটারী ওবায়দুল কাদের ও কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন তৃণমুলের ত্যাগী নেতা কর্মীদের মুল্যায়ন করতে হবে।
জেলা আওয়ামীলীগ আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, আজকের মঞ্চে চমক দেখেন । আরও চমক আছে, ঈদের পরে আরও চমক দেখানো হবে। সামসুজ্জোহা পার্কে সেই চমক দেখাতে পাবেন। যারা জেল খেটেছেন, বোমা খেয়েছেন, দিনে তিনবার হরতাল মিছিল করেছেন তাদের মুল্য নেই। আজকে যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, চারটি হাইব্রীড নিয়ে মন্ত্রী তার এমপিত্ব ফলাচ্ছেন। এজন্য তৃণমুলের কারো মুল্য নেই। সামনে নির্বাচন আসছে। মুল্য আছে কিনা তখন দেখা যাবে, কাদের মুল্য আছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেন, আপনাকে ক্ষমতায় বসতে হবে। উড়ে এসে জুড়ে বসা ওই এমপিকে মেহেরপুরবাসি দেখতে চাইনা। তিনি বলেন নেত্রীর কাছে আমরা যাবো। তাকে বলবো, আমাদের একটাই দাবী, মেহেরপুরে একজনকে বাদ দিয়ে কলাগাছকে নোমিনেশন দিলেও আমরা নৌকাকে জিতিয়ে আপনাকে উপহার দেবো। প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে উদ্যেশ্যে করে তিনি বলেন ওই একজনকে দিলে এখান থেকে নৌকা জিতবেনা।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আওয়ামীলীগ কে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ৭১ এর পরাজিত সৈনিকরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা ঘাপটি মেরে বসেছিল। তারা দেশের ভিতরে এবং বাইরে থেকে বঙ্গবন্ধুর তিলে তিলে গড়া বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বানাতে চাই। কোনো ক্যান্টুমেন্ট থেকে আওয়ামীলীগের জন্ম হয়নি। রাজপথ থেকে এই দলের জন্ম। সেই আওয়ামীলীগকে হুমকী দেখানো হচ্ছে। আওয়ামীলীগকে আন্দোলনের ভয় দেখানো হচ্ছে।আওয়ামীলীগ হুমকী ও ভয় দেখানোকে ভয় পাইনা। আওয়ামীলীগের জন্মই হয়েছে রাজপথ থেকে।
তিনি বলেন, দল ও শেখ হাসিনা থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে। সেটা আমরা বিশ্বাস করি। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলে আমরা বীরের বেশে বেঁচে থাকবো। যারা বাংলাদেশের

স্বাধীনতা বিশ্বাস করেনি, মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি, লাল সবুজের পতাকা বিশ্বাস করেনি সেই পরাজিত সৈনিকরা আবারো ষড়যন্ত্র করছে।তাই মেহেরপুরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
রিটন বলেন, কোন পৈত্রিক সূত্রে নয়, যারা মেহেরপুরের প্রকৃত আওয়ামীলীগ তাদের মধ্যে থেকে মনোনয়ন দিতে হবে।জেলা পর্যায়ের তৃণমুলের নেতা কর্মীদের মূল্যায়ন করতে হবে। যারা দলকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, যারা দলকে ভাঙ্গিয়ে রাতারাতি কোটিপতি হচ্ছে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে আগামিতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো। যারা দলের মধ্যে বিশৃংখলা করছে আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দকে মুল্যায়ন করছেনা। তাদের বিরুদ্ধে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবো। আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা আসকার আলী, মুজিবনগর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, মহজমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজানুর রহমান নান্নু, মুজিবনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাঁদু, আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রেজা, যুবলীগ নেতা নিশান সাবের, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জুয়েলরানা, জেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি সোভন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, বিল্পব হোসনে।
এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।
পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি মিছিল বের করা হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে সদর উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। র্যালী শেষে কেক কাটা হয়।

মেহেরপুরের সাবেক এমপি জয়নাল

আবেদীন গুরতর অসুস্থ

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আলহাজ্ব মো: জয়নাল আবেদীন গুরতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি চিকিৎসকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন। বর্তমানে তিনি কেবিন রয়েছেন।

জয়নাল আবেদীনের শ্যালক নুরুল ইসলাম জানান,‘তিনি কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। একবার ডায়ালসিস করা হয়েছে। তিনি দুই সপ্তাহ যাবৎ সোহরাওয়ার্দি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন । পরিবারের পক্ষ থেকে সুস্থতা কামনা করে দোয়া চেয়েছেন সকল কাছে।

জয়নাল আবেদীন ১৯৫৪ সালে মেহেরপুরের বাগোয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।

তিনি মেহেরপুর-১ (সদর–মুজিবনগর) আসন থেকে ২০০৮ সালে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য। নবম জাতীয় সংসদে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।

মুজিবনগরকে মাদক মুক্ত করতে থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান

“মাদককে না বলি মাদক মুক্ত সমাজ গড়ি” ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে থানা পুলিশ মাদকবিরোধী সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর থানা চত্বর থেকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা এর নির্দেশে এবং মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেলের তত্ত্বাবধায়ানে এক ঝাঁক পুলিশ সদস্যদের নিয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের মাদকসেবী ও

মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেল জানান, মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স, মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের কোন ছাড় নাই। যুব সমাজকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার প্রত্যয়ে মুজিবনগর উপজেলা কে মাদক মুক্ত করতে মাদকসেবী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই সর্বাত্মক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুর থানা বার্ষিক পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার রাফিউল

মেহেরপুর থানা বার্ষিক পরিদর্শন করেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা। গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর সদর থানায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে থানার বিভিন্ন বিষয় খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শনকালে থানার গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি, অপমৃত্যু মামলা নিষ্পত্তি, ওয়ারেন্ট তামিল ও নন-এফআইআর প্রসিকিউশন দাখিলে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনবান্ধন পুলিশী কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং মতবিনিময় সভা, ওপেন হাউজ ডে সভা এবং বিট পুলিশিং সচেতনতামূলক সভা/উঠান বৈঠকের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল), আজমল হোসেন, শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার এমদাদ হোসেন বিপুল ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও থানার অফিসার ও ফোর্স।

মেহেরপুরে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

অননুমোদিত নকল ডিটারজেন্ট তৈরি ও বিক্রি, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ফ্রিজে ও র্যাকে সংরক্ষণ করে বিক্রি, নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে দুটি দোকানো ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

মেহেরপুর সদর উপজেলার দীঘিরপাড় ও ঝাউবাড়িয়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। এসময় তার সাথে ছিলেন, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: জিবরাইল হোসেন ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ অনেক পণ্য ফ্রিজে ও র্যাকে সংরক্ষণ করে বিক্রি অননুমোদিত নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় দীঘিরপাড় এলাকার মেসার্স সেলিম স্টোরকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া অননুমোদিত নকল ডিটারজেন্ট তৈরি ও বিক্রি এবং প্রস্তুতকৃত দইয়ে যথাযথভাবে মেয়াদ মুল্য না থাকা ও বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ সালের ৩৭ ও ৫০ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়। এছাড়া ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে কৃষি উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনীতে সমন্বিত কৃষি ইউনিট মৎস্য খাত এর আওতায় কৃষি,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতের সফল উদোক্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সম্মাননা প্রদাণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামিম।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ রমজান আলীর সভাপতিতে এবং সংস্থার পরিচালক মোহাঃ কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রউফ, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জ মোঃ আরিফুল ইসলাম।

সম্মাননা প্রাপ্ত কৃষি উদ্যোক্তারা হলেন,গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মনিরুল ইসলাম,,জুগিরগোফা গ্রামের মাহাবুব আলম,গাড়াডোব গ্রামের শাহানাজ খাতুন ও রাহিলা খাতুন, বিদ্যাধরপুর গ্রামের ইদুৃল হোসেন এবং ধানখোলা গ্রামের মাছুরা খাতুন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ছয়জন সফল উদ্যোক্তাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট,সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তা কর্মচারিসহ বিভিন্ন এলাকার শতাধিক উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার সান্ধ্যকালিন অভিযান, পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট

এক সময় মাদক স্পটে বা বাড়িতে বিক্রি হতো। এখন তা যেন অনেকটা পাল্টে যাচ্ছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে কৌশল পাল্টাচ্ছেন মাদক ব্যবসায়ীরা। দিন দিন মাদক বিক্রিতে নতুন নতুন ধরন তারা অবলম্বন করছে। স্পটে বিক্রির পাশাপাশি কৌশলে চলছে চায়ের দোকানে মাদক বিক্রি। কেউ কেউ মুঠোফোনে কল দিলে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল যোগেও পৌঁছে দিচ্ছে ক্রেতাদের কাছে। এমন দৃশ্য মেহেরপুর শহর, গাংনী ও মুজিবনগরের সীমান্তের মাদক স্পটগুলোতে।

এদিকে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকার দোকানে দোকানে মাদক বিক্রি চলছে। মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করলে এসবের সন্ধান পাওয়া যায়। বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ হানা দেয় বিভিন্ন মাদক স্পট ও চায়ের দোকানগুলিতে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম বিভিন্ন চায়ের দোকান ও মাদক স্পটে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ইতোমধ্যে ২৫/৩০ জন মাদক সেবি ও মাদক কারবারী আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিছু মাদক কারবারী ও সেবিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। চায়ের দোকানগুলোতে কোনো ছাত্র ও যুবকদের পেলে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযানে সতর্ক করা হয় সংশ্লিষ্ট চা দোকানীদের।

সাইফুল ইসলাম আরও জানান, মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অভিযানকালে মাদকসেবীদের সনাক্ত করতে তাৎক্ষণিক ডোপ টেষ্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় চিহ্নিত

মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনশৃংখলাবাহিনীর জোরদার অভিযানও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদ আটক

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল ইজাজে অটোরিকশা চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদকে (২০) আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

নাহিদ সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর বাদশার ছেলে ও এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি। সেই সাথে হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাকুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার বিষয়ে সব তথ্য প্রদান করেছে। শুধুমাত্র তার অটো ছিনতাইয়ের জন্যই আব্দুর রহমানকে হত্যা করে সে। ছিনতাই করা অটোটি মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন নাহিদ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম রাত ১১ টার সময় এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে এই হত্যা মামলার অপর দুই আসামি
ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখকে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ।

গত সোমবার (১২ জুন) ভোরের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে।

গত রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান
(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর চারদিন আগে নাহিদ চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার কথা বলে অটো চালক আব্দুর রহমানকে ডেকে নেন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি।